এগুলো আল্লাহর সীমারেখা

আল্লাহ কুরআনুল কারিমকে মানুষের জন্য হিদায়াত হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন এবং উভয় জাহানে মুক্তি ও কল্যানের জন্য এর মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন বিভিন্ন বিধি-নিষেধ ও সীমারেখা। আল্লাহ ﷻ এইগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করার আদেশ এবং যে এর সীমা অতিক্রম করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক আজাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে এই বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করবে তার জন্য রয়েছে যথাযোগ্য স্তুতি ও মহান পুরস্কার।

অতঃপর লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে থেকে কতক এগুলোর উপর ঈমান এনে তা যথাসম্ভব মেনে নিয়ে ত্রূটি-বিচ্যুতির জন্য রবের নিকট ওযর পেশ করলো আর কতক এমন ছিল [যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে] অর্থাৎ খন্ডে খন্ডে পরিণত করে কতক অংশে ঈমান এনেছে আর কতক অংশ অস্বীকার করেছে। যারা ইসলামি শারীয়ার কাঠামো থেকে দণ্ডবিধী তথা হুদুদকে বের করে দিয়েছে যাতে জনসাধারণের মনে এই ধারণা তৈরি হয় যে, হুদুদ পরিত্যক্ত ও নিন্দিত, আর শারীয়াহ হলো কেবল উত্তম আচরণ, পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক ও ন্যায়বিচার। এবং হুদুদ হলো জুলুম, অন্যায় ও পারস্পরিক সম্পর্কে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী! মূলত তারাই হলো এই যুগে আল্লাহর হুদুদের শত্রূ। তারা যা বলে আল্লাহ ﷻ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

আবার এই নব্য বিভক্তরা মুজাহিদদের মূর্খতা ও হীনমন্যতার অপবাদ দেয়। তারা মনে করে হুদুদ আল্লাহর শারীয়ার এক-দশমাংশ। আর মুজাহিদগন এই এক-দশমাংশ নিয়েই পড়ে আছেন এবং অবশিষ্টাংশ ছেড়ে দিয়েছেন। বড় আশ্চর্যজনক হলো, তারা হুদুদকে অনিষ্ট-কারক সাব্যস্ত করেছে, এর সম্মান খর্ব করেছে এবং একে "এক-দশমাংশ ও ভগ্নাংশ" নামে নামকরণ করেছে! তাদের বিপত্তি কেবল হুদুদেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরবর্তীতে জানা যায় শারীয়ার মূলনীতি, শাখা-প্রশাখা, নিয়মাবলী, সীমারেখা, বিধিনিষেধ এমনকি তার নৈতিকতা ও নিয়ম-কানুনসহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সম্পূর্ণ শারীয়াহ নিয়েই তাদের মাথাব্যথা। এমন কি আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি তারা "ইসলামি ফিকহ পুনঃ-সংস্কার" কাজে একে অপরকে আহবান করছে! বরং এই দূর্ভাগারা এগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়ার দাবীও তুলছে! কারণ তাদের নিকট এগুলো ইসলামের উদারতা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।আর শারীয়াহ হলো অন্যায় ও জুলুমে ভরপুর। তবে কি এগুলো সুক্ষ্মদর্শী ন্যায়বিচারক মহান আল্লাহ ﷻ ব্যতিত অন্য কারো পক্ষ থেকে প্রেরিত!?

তার চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হল, আল্লাহর হুদুদকে অস্বীকার ও পরিবর্তনকারীদের হাতে যখন বিচারকার্য পরিচালনা করার সুযোগ এসেছিলো, তখন তারা হুদুদ পরিত্যক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সম্পূর্ন শারীয়াহকে তারা ছুড়ে মেরেছে এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইরত মুজাহিদগণের সাথে যুদ্ধ করেছে, এর শত্রূদের সাথে মিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে তৈরি করেছে মানব রচিত নতুন শারীয়াহ। এভাবে তারা একত্রিত করেছে দুটি হারাম ও দুটি কুফর: শারীয়াহ কে ছুড়ে মারা ও নতুন শারীয়াহ তৈরি করা। এখন যে সমস্ত পথভ্রষ্টকারী

আলেম শরীয়াহর আইন বাস্তবায়ন না করার ব্যাপারে তাদের জন্য উযর খুঁজে বেড়ায়, তারা নতুন শারীয়াহ তৈরি করার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন্ উযর পেশ করবে?! আর তারা শরীয়াহকে বিসর্জন দিয়ে এবং নতুন শারীয়াহ প্রণয়ন করে দেশ ও মানুষের মাঝে ফেতনা-ফাসাদের সয়লাভ ও দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতিসাধন ব্যতীত আর কিইবা অর্জন হলো।

আল্লাহর শারীয়াহকে সুদূরে নিক্ষেপকারীরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করতো তাহলে তারা জানতে পারতো যে, কেবল এক-দশমাংশ বা ভগ্নাংশ নয়, বরং সম্পুর্ণ শারীয়াটাই আল্লাহর হুদুদ। তন্মধ্যে কিছু হুদুদ হলো- বিভিন্ন হুকুম-আহকাম, শাস্তি ও লেনদেন সংক্রান্ত। এর সবই আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া সীমার অন্তর্ভুক্ত, যে সীমা কোন মুসলিমের জন্য লঙ্ঘন ও অতিক্রম করা জায়েয নয়। যা আল্লাহ ﷻ বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন সিয়াম প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে আল্লাহ ﷻ বলেন: {এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না} [সূরা বাকারা:১৮৭], ইবনে কাছির রহি. বলেন: নিকটবর্তী হয়ো না, অর্থাৎ এগুলোর সীমা অতিক্রম ও লঙ্ঘন করো না। অনুরূপভাবে তালাক, রাজা'আত, খোলা সংক্রান্ত বিধানে আল্লাহ ﷻ বলেন : {এ সব আল্লাহর সীমারেখা সুতরাং তোমরা এর লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই যালিম} [সূরা বাকারা:২২৯]
ইবনে কাছির রহি. বলেন, "এই বিধিনিষেধ সমূহ যা তিনি তোমাদের জন্য প্রনয়ণ করেছেন এগুলোই তার সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা অতিক্রম করিও না"।
যিহারের আলোচনায় আল্লাহ ﷻ বলেন : {এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি} [সূরা মুজাদালাহ:৪]। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মহিলা ও পুরুষের মাঝে বন্টন পদ্ধতির আলোচনায় আল্লাহ ﷻ বলেন : {এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য।} [সূরা নিসা:১৩]।

শাস্তির হদ সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন: {আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়} [সূরা মায়েদা:৩৮]। আল্লাহ ﷻ বলেন :{ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে} [সূরা নূর:২] এগুলোর প্রত্যেকটিই হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা যা মুমিনদের যথাযথ পালনের আদেশ করা হয়েছে এবং যে এর সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য দেওয়া হয়েছে শাস্তির হুমকি। {আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে}[সূরা নিসা :১৪]।

এরূপ কাজ সম্পাদনকারীদের "আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারী" গুণে ভূষিত করা যায়। অতঃপর আল্লাহ ﷻ বলেন: {নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে} [সূরা মুজাদালাহ:৫]।ইবনু জারীর রহি. বলেন: আল্লাহ তায়া'লার হুদুদ এবং ফরজ বিধানকে অমান্য করে আল্লাহর হুদুদের পরিবর্তে নতুন হুদুদ তৈরি করে, তারা আল্লাহ ﷻ ও তার রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধাচারণকারী রূপে পরিগণিত হয়।

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে যেভাবে সালাত, সওম, হজ্, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, ইয়াতিম, নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে সদয় হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে যিনার অপবাদ দানকারী ও মদপানকারীদের পিঠে বেত্রাঘাত, বিবাহিত যিনাকারীদের কে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা, চোরদের হাত কাটা এবং যাদুকর, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও মুরতাদদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

{তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর?} [সূরা বাকারা:৮৫]।

আর এ সবই মানুষের দ্বীন, জান-মাল, বিবেকবুদ্ধি ও সম্মান রক্ষার জন্য। তাই যখন মানুষ এই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, তখন তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে যায়, আকল বিকৃত হয়, রক্তপাত ঘটে, ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট হয় এবং সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। শারীয়াহকে ছুড়ে ফেলাই হলো এই ব্যাপক ফাসাদের একমাত্র কারণ।এই ফাসাদের কারণ তা নয় যা শারীয়াহ অস্বীকারকারী মুরতাদরা মুজাহিদ-দের শারীয়াহ বাস্তবায়ন নিয়ে রটায় এবং যারা শারীয়াহ বাস্তবায়নকেই ধংস ও বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। বস্তুত শরীয়াহ পুরোটাই কল্যানময় এবং শরীয়াহর পতাকাতলে যারা জীবনধারণ করেছে কিংবা যারা শহীদ হয়েছে তারা সবাই এই কল্যাণের অধিকারী। অন্যদিকে শারীয়াহর বাস্তবায়ন না থাকা-ই হলো অক-ল্যান ও দুর্ভাগ্যের কারণ।

আল্লাহ ﷻ মুমিনগণের মাঝে আর শারীয়াহ ও হুদুদ প্রত্যাক্ষানকারী কাফেরদের মাঝে পার্থক্য উল্ল্যেখ করে বলেন :{ অতএব আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বা-দের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়} [সূরা নিসা:৬৫] ইবনু কাছির রহি. বলেন: অর্থাৎ আপনি কোন ফায়সালা দিলে তারা তা অন্তর থেকে মেনে নেয়, এ সম্পর্কে তাদের মনে কোন জটিলতা থাকে না, এ নিয়ে তারা কোন সমালোচনায় লিপ্ত হয় না এবং কোন প্রকার বিরোধ, প্রতিরোধ, বাক-বিতন্ডা ব্যতিরেকে সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করে।

সুতরাং যারা কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন উভয় দিক থেকে শরীয়াহকে মেনে নেয় তারাই প্রকৃতপক্ষে শারীয়াহ অন্বেষণকারী ও তার পৃষ্ঠ-পোষক। অতএব হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! কুরআনের এই সূক্ষ্ম বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করুন: {অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে}। অথচ কত লোক এমন আছে যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে কিন্তু আল্লাহর বিধান, শারীয়াহ, এবং হুদুদ নিয়ে বিব্রতবোধ করে। এবং আল্লাহই সাহায্যকারী। শরীয়াহর দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে মুরতাদরা কেন যুদ্ধ করছে, তার একটি যথার্থ ব্যাখ্যা আছে।আর তা হলো, শরীয়াহর দণ্ডবিধি এমন এক কষ্টিপাথর যা আল্লাহর আইন ও মানব রচিত কুফরি আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরী করে দেয়। এজন্য সমগ্র বিশ্বের তাগুত ও শয়তানের দল একজোট হয়ে শরীয়াহর দণ্ড-বিধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এবং তাকে বাতিল ও অপরাধী কর্মকাণ্ড বলে সকলে ঐক্যমত হয়েছে। এবং তারা এটাকে “পশ্চাদমুখিতা ও বর্বরতা” হিসেবে চিহ্নিত করছে। কেননা এই দণ্ডবিধি যালিম ও অপরাধীদেরকে প্রতিহত করে, কাফির ও মুনাফিকদেরকে ক্রোধান্বিত করে এবং তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে পৃথকতা তৈরী করে। বিশেষত রিদ্দার হদ, যাকে তারা খুব বেশি ঘৃণার চোখে দেখে। কেননা এই রিদ্দার হদ এমন এক সুদৃঢ় বেষ্টনি, যা দ্বীনকে হেফাজত করে এবং ইসলাম ও কুফরির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী বর্ডার এঁকে দেয়। কাজেই, যারা শরীয়ার দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং ঠুনকো অজুহাতে তাকে অকার্যকর করার চেষ্টা করছে, দেখা যায়, অন্য আরো ঠুনকো অজুহাত দাঁড় করিয়ে তারা তাওহীদকেও বিনষ্ট করছে এবং তাওহী-দের মূলনীতি ভঙ্গ করেছে। কাজেই সম্পূর্ণ শারীয়াহটাই হলো হুদুদ। এর কিছু মান্য ও কিছু অমান্য করা, কিছু স্বীকার ও কিছু অস্বীকার করা জায়েয নয়। এজন্যই আবু বকর সিদ্দিক রা. যাকাত অস্বীকারের বিষয়টি মেনে না নিয়ে একটি চিরন্তন কথা বলেছিলেন: "দ্বীন কি ত্রুটি-যুক্ত হয়ে যাবে অথচ আমি জীবিত!?"

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজ দাওলাতুল ইসলাম তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি এলাকা পরিচালনা করছেন। তাদের সর্বপ্রথম কাজই হলো পরিপূর্ণ শারীয়াহ কায়েম, তাওহীদ, জিহাদ, দাওয়াহ, নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ ও হুদুদ বাস্তবায়ন করা। এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রসংশা।